২০২১ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ৭ম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট সমাধান
বিষয়: ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

শিরোনাম: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর বিদায় হজের ভাষণে উদার ধর্মীয়, মানবতাবাদী চেতনা ও সমাজ সংস্কার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিফলনের উপায়সমূহের বর্ণনামূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করো।

(নমুনা উত্তর)

তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২১

বরাবর
অধ্যক্ষ
ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ
খিলগাঁও, ঢাকা।

বিষয়: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর বিদায় হজের ভাষণে উদার ধর্মীয়, মানবতাবাদী চেতনা ও সমাজ সংস্কার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিফলনের উপায়সমূহের বর্ণনামূলক প্রতিবেদন।

জনাব, বিনীত নিবেদন এই যে, আপনার আদেশ নং ম.উ.বি ৯১৭-৪ তারিখ: ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ অনুসারে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর বিদায় হজের ভাষণে উদার ধর্মীয়, মানবতাবাদী চেতনা ও সমাজ সংস্কার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিফলনের উপায়সমূহ।

বিদায় হজের ভাষণের পটভূমি:

মহানবি (স .) - এর জীবনসমগ্রের নির্যাস হলো বিদায় হজের অবিস্মরণীয় ভাষণ। পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত একটি সমাজকে পুনরুদ্ধার করে ইহ পারলৌকিক কল্যাণের দিকে ধাবিত করার সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা তার বিদায় হজের ভাষণে পরিলক্ষিত হয়। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি লক্ষাধিক মুসলমান সমভিব্যাহারে মক্কায় যাত্রা করে ৭ মার্চ সেখানে হাজির হন। মক্কাতে এটিই মহানবি (স .) - এর শেষ গমন এবং তার জীবনের শেষ হজ হওয়ার কারণে এটি ' হুজ্জাতুল বিদা ' বা ' বিদায় হজ নামে অভিহিত হয়। যুদ্ধ উপলমন জুতাকে উদ্দেশ্য মার্চ) আরাফাতের ময়দানে যে ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন সেটিই ইতিহাসে ' বিদায় হজের ভাষণ ' হিসেবে খ্যাত হয়ে আছে। মহানরি (স .) জাবালুর রহমতের পাদদেশে তার উট আল - কাসওয়ার উপর থেকে এ ভাষণ প্রদান করেছিলেন। এ অভিভাষণের মধ্যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা অতি স্পষ্ট ও স্বচ্ছভাবে বিধৃত হয়েছে। এর মাধ্যমে অন্ধকার ও অসাম্যের চিরঅবসান ঘোষণা করে পৃথিবীর বুকে শান্তির আদর্শ এবং এক নতুন আলোকময় যুগের সূচনা করেছে।

ধর্মীয় উপদেশাবলি:
১.ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। এতদ্বিষয়ে সীমা লঙ্ঘনের কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। মনে রেখো ! তোমাদের সবাইকেই আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে। তাঁর কাছে এসব কথার জবাবদিহি করতে হবে।
২. তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত করবে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যথারীতি আদায় করবে, রমযানে রোযা পালন করবে, স্বে " ছায় ও খুশী মনে তোমাদের সম্পদের যাকাত দেবে, তোমাদের রবের ঘর বায়াতুল্লাহর হজ্ব পালন করবে আর আমীরের ইতা'আত করলে ; তাহলে তোমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারবে।
৩.হে লোকেরা, জেনে রাখো, আমার পরে আর কোনো নবীর আগমন হবে না। তোমাদের পর আর কোনো উম্মাহ নেই। আমি যা বলছি মনোযোগ দিয়ে শোনো।
৪. চারটি বিষয় বিশেষ করে স্মরণ রেখো !
(i) কখনো শিরক করো না,
(ii) অন্যায়ভাবে নরহত্যা করো না,
(iii) অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করো না,
(iv) কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না। সাবধান, কারো অসম্মতিতে তার সামান্য সম্পদও গ্রহণ করো না। জুলুম করো না। জুলুম করো না ! কোনো মানুষের ওপর জুলুম করো না।

৫.আমি তোমাদের কাছে যা রেখে যাচ্ছি, যত দিন তোমরা সেগুলো আঁকড়ে ধরে রাখবে, পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাত।
৬. হে লোকেরা ! শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে, সে তোমাদের দেশে আর উপাসনা পাবে না। কিন্তু সাবধান ! অনেক এমন বিষয়কে তোমরা ক্ষুদ্র বলে জ্ঞান করো, অথচ শয়তান তারই মাধ্যমে তোমাদের সর্বনাশ করে ছাড়ে। সে বিষয়গুলো সম্পর্কে খুবই সাবধান থাকবে।

বিদায় হজের ভাষণের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে পালনীয় বিষয়াবলির পর্যালোচনা:

হযরত মুহাম্মদ (সা .) তার জীবনসায়াহ্নে হজ্ব উপলক্ষে আরাফাত ময়দানে যে অভিভাষণ প্রদান করেছিলেন, ইসলাম ও মানবতার ইতিহাসে এর। গুরুত্ব অপরিসীম। এ বাণীতেই ইসলামী রাজনীতি অর্থনীতি, সমাজনীতি ও মানব অধিকারের মূলনীতি বিঘোষিত হয়েছে। এতে মানব জীবনের আধ্যাত্মিক ও বাস্তব উভয় শিক্ষাই বর্তমান রয়েছে। এ শিক্ষা মানব জাতিকে সত্যিকারের মুক্তি ও শান্তির সন্ধান দিয়েছে। মহানবী (সা .) - এর ভাষণের সকল দিক বাস্তবায়িত হলে আজকের এ সংঘাতময় মানব জীবন সর্বাত্মক সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

রাসূলুল্লাহ (সা .) ভাষণের শুরুতে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে বিশ্ব - প্রতিপালক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সমবেত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে বলেন:

১. হে প্রিয় সাহাবীগণ ! তোমাদের সহধর্মিণীদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের ওপরও তাদের তেমন অধিকার রয়েছে। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা তাদের গ্রহণ করেছে এবং তারই আদেশমত তাদের জন্য বৈধ করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের প্রতি সদয় ববহার করবে।
২. হে আমার উম্মতগণ, যারা এখানে সমবেত হয়েছ, তারা অনুপস্থিত মুসলিমদের কাছে আমার কথা পৌছে দেবে। যারা অনুপস্থিত তাদের আমার উপদেশের কথা জানাবে। কখনো কখনো উপস্থিত ব্যক্তিদের চেয়ে অনুপস্থিত ব্যক্তিরা অধিক স্মরণ রাখতে সক্ষম হয়।
এখান থেকে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি:

i . নারী ও পুরুষের পারস্পরিক হক ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখা।
ii . কারো প্রতি যুলুম না করা এবং কেউ খুশীমনে না দিলে তার মাল গ্রহণ না নারী সমাজের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার ও সম্মানজনক আচরণ, সর্বোপরি নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রশ্নে সচেতন হওয়ার জন্য সবাইকে মহানবী (সা .) এ ভাষণে উপদেশ দিয়েছেন।

বিদায় হজের ভাষনের আর্থ সামাজিক উপদেশগুলো জীবনে প্রতিফলনের উপায়:
৯ জিলহজ, ১০ হিজরি। জুমাবার। আরাফার দিন। আরাফার মরুপ্রান্তরে প্রায় সোয়া লাখ জনতার সমাবেশে দ্বিপ্রহরের খানিক পরে সিক্ত ভক্তদের উদ্দীপ্ত প্রেরণা ও ধীর আগ্রহের প্রহর শেষে হজরত মুহাম্মদ (সা .) যে ভাষণ দেন, ইসলামের ইতিহাসে তা - ই ' হাজ্জাতুল বিদা ' বা ' বিদায় হজ নামে পরিচিত।বিদায় হজের ভাষনের আর্থ সামাজিক উপদেশগুলো জীবনের প্রতিফলনের উপায়।

১.হে আল্লাহর বান্দারা ! আমি তোমাদের আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর বন্দেগির ওসিয়ত করছি এবং এর নির্দেশ দিচ্ছি।
২.যদি কোনো নাক - কান কাটা হাবশি দাসকেও তোমাদের আমির বানিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে যত দিন আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদের পরিচালিত করবে, তত দিন অবশ্যই তার কথা মানবে, তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে।
৩.কারো সম্পত্তি সে যদি স্বেচ্ছায় না দেয়, তবে তা অপর কারো জন্য হালাল নয়। সুতরাং তোমরা একজন অপরজনের ওপর জুলুম করবে না। এমনিভাবে কোনো স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর সম্পত্তির কোনো কিছু তার সম্মতি ব্যক্তিরেকে কাউকে দেওয়া হালাল নয়।
৪.ঋণ অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। প্রত্যেক আমানত তার হকদারের কাছে অবশ্যই আদায় করে দিতে হবে।
৫.যে ব্যক্তি নিজের পিতার স্থলে অপরকে পিতা বলে পরিচয় দেয়, নিজের মাওলা বা অভিভাবককে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে মাওলা বা অভিভাবক বলে পরিচয় দেয়, তার ওপর আল্লাহর লা'নত।
৬.আমি তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যত দিন তোমরা এ দু'টোকে আঁকড়ে থাকবে, তত দিন তোমরা গুমরাহ হবে না। সে দু'টো হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত।
৭.তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকবে। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা দীনের ব্যাপারে এই বাড়াবাড়ির দরুন ধ্বংস হয়েছে।

এই ধর্মের মর্মবাণীগুলো বিশেষত বিদায় হজের ভাষণের বার্তা বিশ্ব মানবতার কাছে পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে লাখ লাখ সাহাবি আপন বাসস্থান ত্যাগ করে ছড়িয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর আনাচে - কানাচে। ঘরে ঘরে আজ পৌছে গেছে ইসলামের শান্তির বাণী। রাসুল (সা .) বলেন, ' তোমরা যারা আজ এখানে উপস্থিত আছ, তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যারা আজ উপস্থিত নেই তাদের কাছে আমার এই আদেশ - উপদেশগুলো পেঁৗছে দেওয়া। ' সমস্যায় জর্জরিত ও ঝাবিক্ষুব্ধ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফিরে যেতে হবে সেই চৌদ্দ শত বছর আগে। জীবনকে ঢেলে সাজাতে হবে বিদায় হজের ভাষণের সুমহান আদর্শে।